এই গ্রন্থের রচয়িতা বিষ্ণুদাস। তিনি গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন—

বিনামূলে বিকাইনু অচ্যুত-চরণে।
বৈষ্ণবের পদধূলি করি আভূষণে॥
সীতা সহিত অদ্বৈতের পাদপদ্ম আশ।
সীতাগুণ-কদম্ব রচিল বিষ্ণুদাস॥

এই গ্রন্থের প্রথমে তিনি বলিয়াছেন যে সাতকুলিয়ার নিকট বিষ্ণুপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতার নাম মাধবেন্দ্র আচার্য্য।

বিষ্ণুপুরে মাধবেন্দ্র আচার্য্য আলয়।
বুদ্ধিহীন মূঢ় আমি যাহার তনয়॥
কুলিয়া নিকটেতে বিষ্ণুপুর গ্রাম।
পূর্ব্বে সপ্ত মুনি যাঁহা করিলা বিশ্রাম॥

লেখক বলিতে চান যে তিনি সীতা ও অদ্বৈতের লীলা স্বচক্ষে দেখিয়া সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গোবিন্দ-নামক ব্রাহ্মণ সীতাকে পুষ্পবনে প্রাপ্ত হয়েন। সীতা একদিন গঙ্গাস্নান করিতে আসিলে অদ্বৈতের সহিত তাঁহার দেখা হয়। প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে অনুরাগ জন্মে। লেখক বিষ্ণুদাস স্বয়ং গোবিন্দের বাড়ীতে যাইয়া অদ্বৈতের সহিত সীতার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; যথা—

সেই দিন গেলাম আমি গোবিন্দের ঘরে।
দেবীর বিবাহ লাগি কহিলাম তারে॥—৩ পাতা

অদ্বৈতের ছয়টি পুত্র হইয়াছিল। বিষ্ণুদাসের মতে তাঁহাদের নাম অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, জগদীশ, বলরাম ও রূপ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মতে পাঁচ পুত্র—অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র, গোগাল এবং

আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্র স্বরূপ-সখা জগদীশ নাম॥—১।২।১৫

নগেন্দ্রনাথ বসুর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কাণ্ডে (পৃ. ২৮০) ছয় পুত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে; ষষ্ঠ পুত্রের নাম স্বরূপ। সীতাগুণ-কদম্বে আছে:

রূপ সখা নামে ষষ্ঠ পুত্র যে প্রচণ্ড।
সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ করে খণ্ড খণ্ড॥—৫ পাতা

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় লেখা হইয়াছে ১৪০৭ শকে ২৩শে ফাল্গুন রাত্রি একদণ্ড গতে দুই প্রবেশের ক্ষণে (৬ পাতা)। এই সময়ের সহিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কর্ত্তৃক প্রদত্ত সময় ও জ্যোতিষিক গণনা-দ্বারা প্রাপ্ত সময় আশ্চর্য্য রকমে মিলিয়া যাইতেছে। শ্রীচৈতন্যের জন্ম-সময়ে সীতা বলিতেছেন :

আমি আজি দেখিতে পাব চৈতন্যচরণ।—৬ পাতা

বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের নিকট ভাগবত পড়িয়াছিলেন, ইহা এই গ্রন্থের দশম পত্রাঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে।

সীতা, অদ্বৈত ও অচ্যুতের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য অন্যান্য অদ্বৈত-চরিত গ্রন্থে যেমন-সব কথা লিখিত হইয়াছে, এই গ্রন্থেও সেইরূপ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সীতা স্নান করিতে গেলে অচ্যুত অদ্বৈতের গৃহে অধ্যয়নকারী বিশ্বম্ভরকে দুগ্ধ নিবেদন করিয়া খাইয়া ফেলেন। সীতা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন ছেলে দুধ খাইয়াছে। তিনি অচ্যুতের গায়ে এক চাপড় মারিলেন। সেই চাপড়ের দাগ বিশ্বম্ভরের গায়ে দেখা গেল (১১ পাতা)।

"সীতাগুণ-কদম্বে" ঈশান-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে। "সীতা-চরিত্রে" যেমন শ্রীচৈতন্যভাগবত-বর্ণিত ঈশানের সহিত শচীর প্রিয় সেবক ঈশানের অভিন্নত্ব দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে, এই গ্রন্থেও সেইরূপ হইয়াছে ; যথা—

ঈশান অদ্বৈত পদ করিয়া বন্দন।
শচীর মন্দিরে তবে দিলা দরশন॥
শচী কহে কোথা হইতে আইলা কিবা নাম।
ঈশান কহে ঘর মোর শান্তিপুর ধাম॥—২৫ পাতা

"অদ্বৈত-প্রকাশে" ঈশান নাগর বলিয়াছেন যে তাঁহার বয়স যখন ৭০ বৎসর তখন সীতা ঠাকুরাণী তাঁহাকে বিবাহ করিতে আদেশ দেন।

বংশ রক্ষা করি প্রভুর আজ্ঞা পালিবারে।
ঝাট চলি আইনু মুই শ্রীধাম লাউড়ে॥

ইহা রহি এই গ্রন্থ করিনু লিখন।
গুরু আজ্ঞা মাত্র মুই করিনু রক্ষণ ॥—পৃ. ১০৪

অচ্যুতবাবু "অদ্বৈত-প্রকাশের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বন্য খাসিয়া জাতি-কর্ত্তৃক লাউড়-রাজ্য ধ্বংসের পর ঈশানের বংশধরেরা লাউড় ত্যাগ করিয়া গোয়ালন্দের নিকট ঝাটপাল গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

কিন্তু বিষ্ণুদাস "সীতাগুণ-কদম্বে" বলেন যে সীতাদেবী ঈশানকে "ঝাটপাল" গ্রামে যাইয়া বাস করিতে আদেশ দেন। এখানে "অদ্বৈত-প্রকাশের" সহিত "সীতাগুণ-কদম্বের" বিরোধ এই যে শেষোক্ত গ্রন্থের মতে ঈশান লাউড়ে বাস করেন নাই, তিনি ঝাটপালেই বাস করেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও সেইখানে আছেন। "অদ্বৈত-প্রকাশে" পাওয়া যায় যে ঈশান অচ্যুতের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় অদ্বৈত-গৃহে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। আর বিষ্ণুদাস বলেন যে তিনি সীতার বিবাহের ঘটকালী করিয়াছেন। "অদ্বৈত-প্রকাশে" ঈশান বলিতেছেন যে তিনি ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লাউড়ে যাইয়া বাস করেন ও তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক বলেন যে এই ঘটনার ১৪২ বৎসর পরে ঈশানের বংশধরেরা ঝাটপালে বাস করিতে আরম্ভ করেন। আর বিষ্ণুদাস বলিতেছেন যে প্রথম হইতেই ঈশান ঝাটপালে বাস করেন;[১] যথা—

শুনিয়া ঈশান তবে লাগিলা কান্দিতে।
নবীন অঙ্কুর যেন ভাঙ্গে বজ্রাঘাতে ॥
তবে তারে কৃপা করি সীতাঠাকুরাণী।
কহিতে লাগিলা তারে মধুর যে বাণী ॥
দুঃখ না ভাবিহ মনে তুমি সাধুজন।
জানু সঙ্গে পূর্ব্বদেশে করহ গমন ॥
না কর রোদন বাছা স্থির কর মতি।
ঝাটপাল গ্রামে যাইয়া করহ বসতি ॥

১ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ঈশানের যে বংশ-বিবরণ অদ্বৈত-প্রকাশের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ঐ বংশের কোন শাখায় ঈশান হইতে বর্ত্তমানে নবম পুরুষ, কোন শাখায় দশম ও কোন শাখায় একাদশ পুরুষ চলিতেছে। ১৫৬২ হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ব্যবধান ৩৭০ বৎসর; ঐতিহাসিক গণনায় এই সময়ের মধ্যে ১৪।১৫ পুরুষ হওয়ার কথা।